

"মিষ্টি বাচ্চারা - সর্বশ্রেষ্ঠ বাবা তোমাদের, গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের বেশি পরিশ্রম করান না, তিনি বলেন শুধুমাত্র দুটো শব্দ স্মরণ করে অক্ষ আর বে (আল্লাহ আর বাদশাহী)"

*প্রশ্নঃ - আত্মাদের পিতার মুখ্য কর্তব্য কোনটি, যার মধ্যে বাবা মজা (কৌতুক) অনুভব করেন?

*উত্তরঃ - আত্মাদের পিতার প্রধান কর্তব্য হলো পতিতকে পবিত্র বানানো। বাবা পবিত্র করে তোলার মধ্যেই মজা অনুভব করেন। বাবা আসেন বাচ্চাদের সঙ্গতি প্রদান করতে, সবাইকে সতোপ্রধান করে তুলতে, কেননা ঘরে ফিরতে হবে। শুধুমাত্র একটা বিষয়েই নিশ্চিত হও যে - আমরা দেহ নই, আত্মা। এই পার্ঠের দ্বারাই বাবার স্মরণ থাকবে আর পবিত্র হতে পারবে।

ওম্ শান্তি। আত্মাদের (কহানী) বাবা বসে আত্মা রূপী বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন। বাবাও মজা অনুভব করেন বাচ্চারা তোমাদের পবিত্র করে তুলতে, সেইজন্যই বলে থাকেন পতিত-পাবন বাবাকে স্মরণ করে। সবার সঙ্গতি দাতা একমাত্র বাবা, আর কেউ নয়। এটাও তোমরা বুঝেছো এখন অবশ্যই ঘরে ফিরে যেতে হবে। পুরুষার্থ বেশি করার জন্যই বাবা বলেন স্মরণের যাত্রা অবশ্যই প্রয়োজন। স্মরণের দ্বারাই পবিত্র হবে তারপর ঈশ্বরীয় পড়াশোনাও করতে হবে। সর্বপ্রথম অলৌকিক বাবাকে স্মরণ করে, তারপর এই বাদশাহী যার জন্য তোমাদের ডায়রেকশন দেওয়া হয়। তোমরা জানো কিভাবে ৮৪ জন্ম গ্রহণ করে থাকো, সতোপ্রধান থেকে তমোপ্রধান হয়ে পড়ো, সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে থাকো। এখন আবার সতোপ্রধান হতে হবে। সত্যযুগ হলো পবিত্র দুনিয়া, ওখানে একজনও পতিত থাকে না। সত্য যুগে এসবের কোনো অস্তিত্বই নেই। প্রধান বিষয়ই হলো পবিত্র হওয়া। এখন তো পবিত্র হও তবেই তো নতুন দুনিয়াতে যেতে পারবে আর রাজত্ব করার উপযুক্ত হতে পারবে। সবাইকেই পবিত্র হতে হবে। ওখানে পতিত থাকেই না। যারা এখন সতোপ্রধান হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছে, তারাই পবিত্র দুনিয়ার মালিক হতে পারবে। প্রধান বিষয়ই হলো, বাবাকে স্মরণ করলেই সতোপ্রধান হতে পারবে। বাবা কোনও পরিশ্রম করান না, শুধু বলেন নিজেকে আত্মা মনে করো। বারংবার বলেন সর্বপ্রথম এটাই নিশ্চয় করে যে - আমরা দেহ নই, আমরা আত্মা। প্রসিদ্ধ ব্যক্তির বেশি পড়ে না, দুটো শব্দেই সার বুঝিয়ে দেয়। গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের দিয়ে পরিশ্রম করানো যায় না। তোমরা জান সতোপ্রধান থেকে তমোপ্রধান হতে কত জন্ম লেগেছে? ৬৩ জন্ম বলতে পারো না। ৮৪ জন্ম লেগেছে। এটা তো নিশ্চয় হয়েছে তাই না যে আমরা সতোপ্রধান ছিলাম, স্বর্গবাসী অর্থাৎ সুখধামের মালিক ছিলাম। সুখধাম যাদের ছিল তাদেরই আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের বলা হয়। তারাও মানুষ ছিল কিন্তু দৈবীগুণ সম্পন্ন ছিল। এই সময় আসুরি গুণ সম্পন্ন মানুষ। শাস্ত্রে তো লেখা হয়েছে অসুর আর দেবতাদের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল তারপরেই দেবতাদের রাজ্য স্থাপন হয়েছিল। এসব কথা বাবাই বসে বোঝান - তোমরা প্রথমে অসুর ছিলে। বাবা এসে ব্রাহ্মণ তৈরি করেছেন তারপর ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা হওয়ার যুক্তি বলে দিয়েছেন। অসুর আর দেবতাদের মধ্যে লড়াইয়ের কোনও প্রশ্নই নেই। দেবতাদের জন্যই বলা হয় অহিংসা পরম ধর্ম। দেবতারা কখনও লড়াই করে না। হিংসার কোনও প্রশ্নই নেই। সত্যযুগে দৈবী রাজ্য সেখানে লড়াই কি করে হবে। সত্যযুগের দেবতারা এখানে এসে অসুরের সাথে লড়াই করবে, নাকি অসুর দেবতাদের কাছে গিয়ে লড়াই করবে? এটা তো হতেই পারে না। এ হলো পুরানো দুনিয়া আর ওটা হলো নতুন দুনিয়া, তবে লড়াই কি করে হবে। ভক্তি মার্গে মানুষ যা শোনে তাই সত্য বলে স্বীকার করে নেয়। কারো বুদ্ধিতে ধারণা হয় না। সম্পূর্ণ রূপে পাথর বুদ্ধি। কলিযুগে পাথর বুদ্ধি, সত্যযুগে স্পর্শবুদ্ধি সম্পন্ন (পারশ বুদ্ধি)। রাজ্যই হলো পারসনাথের। এখানে তো রাজ্যই নেই। দ্বাপরের রাজারাও অপবিত্র ছিল, তাদের রক্ত জড়িত মুকুট ছিল, লাইটের ছিল না অর্থাৎ পবিত্রতা ছিল না। ওখানে সব পবিত্র ছিল। এর অর্থ এই নয় যে উপরে কোনও লাইট থাকে। তা নয়। চিত্র গুলিতে পবিত্রতার চিহ্ন হিসেবে লাইট দেখানো হয়েছে। এই সময় তোমরাও পবিত্র হয়ে উঠেছো। তোমাদের লাইট কোথায়? এটা তোমরা জানো বাবার সাথে যোগযুক্ত হয়ে পবিত্র হয়ে উঠেছো। ওখানে বিকারের নামগন্ধও নেই। বিকারী রাবণ রাজ্যই শেষ হয়ে যায়। এখানে রাবণকে দেখানো হয়, এতে এটাই প্রমাণিত এখন রাবণ রাজ্য চলেছে। রাবণকে প্রতি বছর জ্বালানো হয়, কিন্তু জ্বলেই না। তোমরা তার উপরই বিজয় প্রাপ্ত করো, এরপর এই রাবণ আর থাকবে না।

তোমরা হলে অহিংসক। যোগবলের দ্বারা তোমরা বিজয় প্রাপ্ত করো। স্মরণের যাত্রা দ্বারাই তোমাদের জন্ম-জন্মান্তরের সব বিকর্ম বিনাশ হবে। জন্ম-জন্মান্তর অর্থাৎ কবে থেকে? কবে থেকে বিকর্ম শুরু হয়? সর্বপ্রথম তো তোমরা আদি

সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মীয়রাই এসেছিল। প্রথমে সূর্যবংশী তারপর চন্দ্রবংশীতে দুই কলা কম হয়ে যায়। তারপর ধীরে ধীরে কলা কম হতে থাকে। এখন প্রধান বিষয়ই হলো বাবাকে স্মরণ করে সতোপ্রধান হতে হবে। যারা পূর্ব কল্প সতোপ্রধান হয়েছিল, তারাই হবে। তারা ক্রমাগত আসতে থাকবে। নম্বর ক্রমানুসারে তারা আসবে। ড্রামানুসারে প্রত্যেকে আসবে এবং নম্বর ক্রমানুসারে জন্ম গ্রহণ করবে। কত বিচিত্র এই ড্রামা, একে বোঝার জন্য বিচক্ষণতার প্রয়োজন। যেভাবে তোমরা নীচে নেমে এসেছো এখন আবার সেভাবেই উঠতে হবে। নম্বর ক্রমানুসারেই পাশ করবে তারপর নম্বর ক্রমানুসারেই নীচে নামবে। তোমাদের লক্ষ্য হলো সতোপ্রধান হওয়া। সবাই তো ফুল পাশ (পূর্ণ সফলতা) করবে না। ১০০ নম্বর থেকে ধারাবাহিকভাবে কম মার্কস হতে থাকে। সেইজন্যই তীর পুরুষার্থ করার প্রয়োজন। এই পুরুষার্থও অসফল হয়ে যায়। সার্ভিস করা তো সহজ। মিউজিয়ামে তোমরা কিভাবে বোঝাচ্ছো, তার উপরেই প্রত্যেকের ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠন সম্পর্কে ধারণা হয়ে যায়। প্রধান শিক্ষক যখন দেখবে এই আত্মা সঠিকভাবে বোঝাতে ব্যর্থ হচ্ছে তখন নিজেই গিয়ে বোঝাবে, এসে সহযোগ প্রদান করবে। দুয়েকজন গার্ডও (পর্যবেক্ষক) রাখা হয়, যারা দেখে ভালোভাবে বোঝাতে পারছে তো? কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে মুখড়ে পড়ছে না তো? এটাও বুঝেছে, সেন্টারের সার্ভিস থেকে প্রদর্শনীর সার্ভিস ভালো হয়। আবার প্রদর্শনী থেকে মিউজিয়ামে ভালো সার্ভিস হয়। মিউজিয়ামে সুন্দর চিত্র প্রদর্শন দ্বারা বোঝান হয়, তারপর যারা দেখে যায় তারাও আবার অন্যদের শোনায়। এইভাবেই শেষ পর্যন্ত চলতে থাকবে।

এই গড ফাদারলী ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি শব্দটি সুন্দর। এর মধ্যে তো কোনও মানুষের নাম নেই। এর উদ্ঘাটন কে করেছে? বাবা বলেন তোমরা প্রখ্যাত মানুষদের দিয়ে উদ্ঘাটন করিয়ে থাকো, সুতরাং প্রখ্যাত মানুষ দিয়ে উদ্ঘাটন করলে অনেক মানুষ আসে। একজনকে অনুসরণ করে শেষ পর্যন্ত অনেক আসবে সেইজন্যই বাবা (ব্রহ্মা বাবা) দিল্লিতে লিখেছিলেন প্রখ্যাত মানুষরা যে মতামত দিয়েছেন তা ছাপাও, লোকেরা সেগুলো দেখে বলবে এদের কাছে এতো বড় বড় মানুষরা সব আসে। ইনি তো খুব ভালো মতামত দিয়েছেন। সুতরাং প্রখ্যাত মানুষদের মতামত ছাপানো ভালো। এর মধ্যে কোনো জাদু ইত্যাদির প্রশ্নই নেই, সেইজন্য বাবা লিখে বলেন প্রখ্যাত মানুষদের মতামত পুস্তকাকারে প্রকাশ করা উচিত। সেই পুস্তক বিলি করা উচিত। গাওয়া হয় "মিথ্যা কামা, মিথ্যা মায়ী... এর মধ্যেই সব এসে যায়। অনেকেই বলে থাকে এটা রাবণ রাজ্য, রাক্ষস রাজ্য। সর্বপ্রথমে তো যাদের রাজ্য ছিল, তাদের নজরে আসা উচিত। বলে আমরা পতিত, আমাদের পবিত্র করে তোলো। সুতরাং সব বিকর্মও তার মধ্যে পড়ে। সবাই বলে থাকে হে পতিত-পাবন, সুতরাং তারা অবশ্যই পতিত, তাইনা।

তোমরা চিত্র রাইট বানিয়েছো যে, পতিত-পাবন পরমপিতা পরমাত্মা? নাকি সমস্ত নদী নর্দমা? অমৃতসরেও পুষ্করিণী রয়েছে, তার সমস্ত জল দূষিত হয়ে গেছে। তাকেও মানুষ অমৃতের পুকুর বলে মনে করে। বড়ো বড়ো রাজারা পুষ্করিণী পরিষ্কার করে থাকে, তার জলকে অমৃত মনে করে সেইজন্যই নাম রাখা হয়েছে অমৃতসর। অমৃত তো গঙ্গা জলকেও বলে থাকে, কিন্তু এর জল এতোই ময়লা যে কিছুই বলার নেই। বাবা (ব্রহ্মা বাবা) এই এই নদী ইত্যাদিতে স্নান করেছেন। ভীষণ দূষিত ময়লা এর জল। মানুষ নদী তীরের মাটিও শরীরে মেখে স্নান করে। বাবা তো অনুভাবী, তাইনা। বাবাও অনুভাবী, পুরানো শরীরকে বেছে নেন। ব্রহ্মা বাবার মতো অনুভাবী কেউ হতে পারবে না। বিখ্যাত সব ভাইসরয়, রাজা রাজারাদের সাথেও সাক্ষাৎকারের অনুভব তার ছিল। বাবা জোয়ার বাজরাও বিক্রি করতেন। ৪-৬ আনা উপার্জন করতে পারলেও শৈশবে তিনি অত্যন্ত খুশি হতেন। এখন দেখো, তিনি কোথায় পৌঁছে গেছেন। গ্রামের একজন সাধারণ ছেলে কি হতে পারে! বাবাও বলে থাকেন, আমি সাধারণ শরীরে প্রবেশ করি। এ তো নিজের জন্মকেও জানে না। কিভাবে ৮৪ জন্ম গ্রহণ করে শেষে গিয়ে একজন সাধারণ ছেলে হয়ে উঠল, এসবই বাবা বসে বোঝান। না কৃষ্ণের কোনও চরিত্র (কর্তব্য) আছে না কংসের রয়েছে। কলসি ভেঙে ফেলা ইত্যাদি যা কিছু কৃষ্ণ সম্পর্কে বলা হয়েছে সমস্তটাই ভুল। বাবা দেখো কতো সহজভাবে বুঝিয়ে বলেছেন - মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, উঠতে বসতে তোমরা শুধু "মামেকম স্মরণ করো"। আমি উচ্চ থেকে উচ্চতম, সব আত্মাদের পিতা। তোমরা জান আমরা সব আত্মারা ভাই-ভাই আর উনি আমাদের পিতা। আমরা সব ভাইরা এক বাবাকেই স্মরণ করি। উনি হলেন ভগবান, সবাই বলে হে ঈশ্বর কিন্তু কিছুই জানে না। বাবা এসে নিজের পরিচয় দিয়েছেন। ড্রামার প্ল্যান অনুসারে এই সময়কে গীতার যুগ বলা হয়ে থাকে। কেননা বাবা এসে জ্ঞান প্রদান করেন, যার দ্বারা তোমরা উত্তোরণের পথে উঠে শ্রেষ্ঠ হয়ে ওঠো। আত্মা শরীর ধারণ করে কথা বলে। বাবাকেও দিব্য অলৌকিক কর্তব্য করতে আসতে হয় সুতরাং শরীরের আধার নিতে হয়। অর্ধকল্প ধরে মানুষ দুঃখী হওয়ার কারণে তাঁকে আহ্বান করে। বাবা কল্পে একবারই আসেন। তোমরা তো বারংবার তোমাদের ভূমিকা পালন করে আসছ। আদি সনাতন হলো দেবী-দেবতা ধর্ম, সেই ফাউন্ডেশন এখন আর নেই, তাদের শুধুমাত্র জড় চিত্র রয়ে গেছে। বাবা বলেন তোমাদের লক্ষ্মী-নারায়ণ হতে হবে। এইম অবজেক্ট সামনেই। এ হলো আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম। হিন্দু ধর্ম বলে

কোনও ধর্ম নেই। হিন্দু তো হিন্দুস্তানের নাম। যেমন সন্ন্যাসীরা ব্রহ্ম অর্থাৎ নিবাস স্থানকে ভগবান বলে দেয়, তেমনই ওরাও থাকার জায়গাকে নিজেদের ধর্ম বলে দেয়, আদি সনাতন কোনও হিন্দু ধর্ম ছিল না। হিন্দুরা তো দেবতাদের সামনে গিয়ে মাথা নত করে, মহিমা করে যারা দেবতা ছিল, তারাই হিন্দু হয়ে গেছে। ধর্ম ভ্রষ্ট, কর্ম ভ্রষ্ট হয়ে গেছে। অবশিষ্ট সব ধর্ম আছে, শুধু এই দেবতা ধর্ম প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে। নিজেরাই পূজ্য ছিল তারপর পূজারী হয়ে দেবতাদের পূজা করতে লাগলো। কতো বোঝাতে হয়। কৃষ্ণের জন্মও কত বুদ্ধিতে বলেন ইনি-ই স্বর্গের প্রথম প্রিন্স, সুতরাং ৮৪ জন্ম তাকে দিয়েই শুরু হবে। বাবা বলেন অনেক জন্মের একদম অন্তিম জন্মের শেষে এসে আমি এর মধ্যে প্রবেশ করি। সুতরাং তার হিসেবও তো বলবেন, তাই না। এই লক্ষী-নারায়ণও প্রথম নম্বরে এসেছিল। যারা প্রথমে এসেছিল, তারাই শেষে চলে যাবে। শুধু এক কৃষ্ণই তো ছিল না, আরও বিষ্ণু বংশাবলীরাও ছিল। এ সবই তোমরা ভালোভাবে জেনেছ। এরপর আর ভুলে যেও না। এখন তো অনেক মিউজিয়াম খোলা হচ্ছে, আরও অনেক খোলা হবে। অনেক মানুষ আসবে। যেমন মন্দিরে গিয়ে মানুষ মাথা ঠেকায়, তোমরাও দেখবে তোমাদের কাছে যখন লক্ষী-নারায়ণের চিত্র দেখবে ভক্তরা তখন চিত্রের সামনে টাকা পয়সা রাখবে। তোমরা বলে থাকো এ তো বোঝার বিষয়, টাকা পয়সা রাখার কোনও ব্যাপার নেই। এখন তোমরা শিব মন্দিরে গেলে কি পয়সা দেবে? তোমরা তোমাদের লক্ষ্য নিয়ে বোঝাতে যাবে, কেননা তোমরা সবার বায়োগ্রাফি সম্পর্কে জানো। মন্দির তো অসংখ্য আছে। প্রধান হলো শিব মন্দির। ওখানে অন্যদের মূর্তি কেন রাখে? সবার সামনে পয়সা রাখলে আমদানি হবে। ওরা শিবের মন্দির বলবে বা শিব পরিবারের মন্দির বলবে। শিববাবা এই পরিবার স্থাপন করেছেন। প্রকৃত সত্য পরিবার তো তোমরা ব্রাহ্মণদের। শিববাবার পরিবার তো শালগ্রাম। তারপর ভাই-বোনের পরিবার হয়ে যায়। প্রথমে ভাই-ভাই ছিলে, তারপর বাবা আসেন যখন তখন ভাই বোন হয়ে যাও। তারপর তোমরা সত্য যুগে চলে আসো। সুতরাং ওখানে পরিবারও বৃদ্ধি পায়। ওখানেও বিবাহ হয়, তার ফলে পরিবার আরও বৃদ্ধি পেতে থাকে। ঘর অর্থাৎ শান্তিধামে যখন আমরা আত্মারা থাকি তখন আমরা সবাই ভাই, আর এক পিতা। তারপর এখানে প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান ভাই-বোন আর কোনও সম্পর্ক নেই, তারপর রাবণ রাজ্য শুরু হলে অনেক জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। বাবা সমস্ত রহস্য বুদ্ধিতে থাকেন, তারপরও বলেন - মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, বাবাকে স্মরণ করলে জন্ম-জন্মান্তরের পাপের বোঝা নেমে যাবে। শুধু ঈশ্বরীয় পড়াশোনা করলেই পাপ মিটেবে না। প্রধান বিষয়ই হলো বাবাকে স্মরণ করা। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) ফুল মার্কস নিয়ে পাশ করার জন্য নিজের বুদ্ধিকে সতোপ্রধান স্পর্শবুদ্ধি করে তুলতে হবে। মোটা (ভোঁতা) বুদ্ধি থেকে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন হয়ে ড্রামার বিচিত্র রহস্যকে বুঝতে হবে।

২) এখন বাবার সমান হয়ে দিব্য আর অলৌকিক কর্ম করতে হবে। ডবল অহিংসক হয়ে যোগবলের দ্বারা নিজের বিকর্ম বিনাশ করতে হবে।

বরদানঃ-

কর্ম আর যোগের ব্যালেন্সের দ্বারা ব্লেসিং-এর অনুভবকারী কর্মযোগী ভব কর্মযোগী অর্থাৎ প্রত্যেক কর্ম যোগযুক্ত হবে। কর্মযোগী আত্মা সদাই কর্ম আর যোগের সাথে অর্থাৎ ব্যালেন্স বজায় রাখবে। কর্ম আর যোগের ব্যালেন্স থাকলে প্রত্যেক কর্মে বাবার দ্বারা তো ব্লেসিং প্রাপ্ত হয়ই অপিতু যাদের সম্পর্ক-সম্বন্ধে আসবে তাদেরও আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়। কেউ ভালো কাজ করলে তো হৃদয় থেকে তার জন্য আশীর্বাদ বেরিয়ে আসে যে খুব ভালো করেছে। খুব ভালো বলাই হলো আশীর্বাদ।

স্নোগানঃ-

সেকেন্ডে সংকল্পগুলিকে স্টপ করার অভ্যাসই কর্মাতীত অবস্থাকে সমীপে নিয়ে আসবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent

1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;